পাক্ষিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কোরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

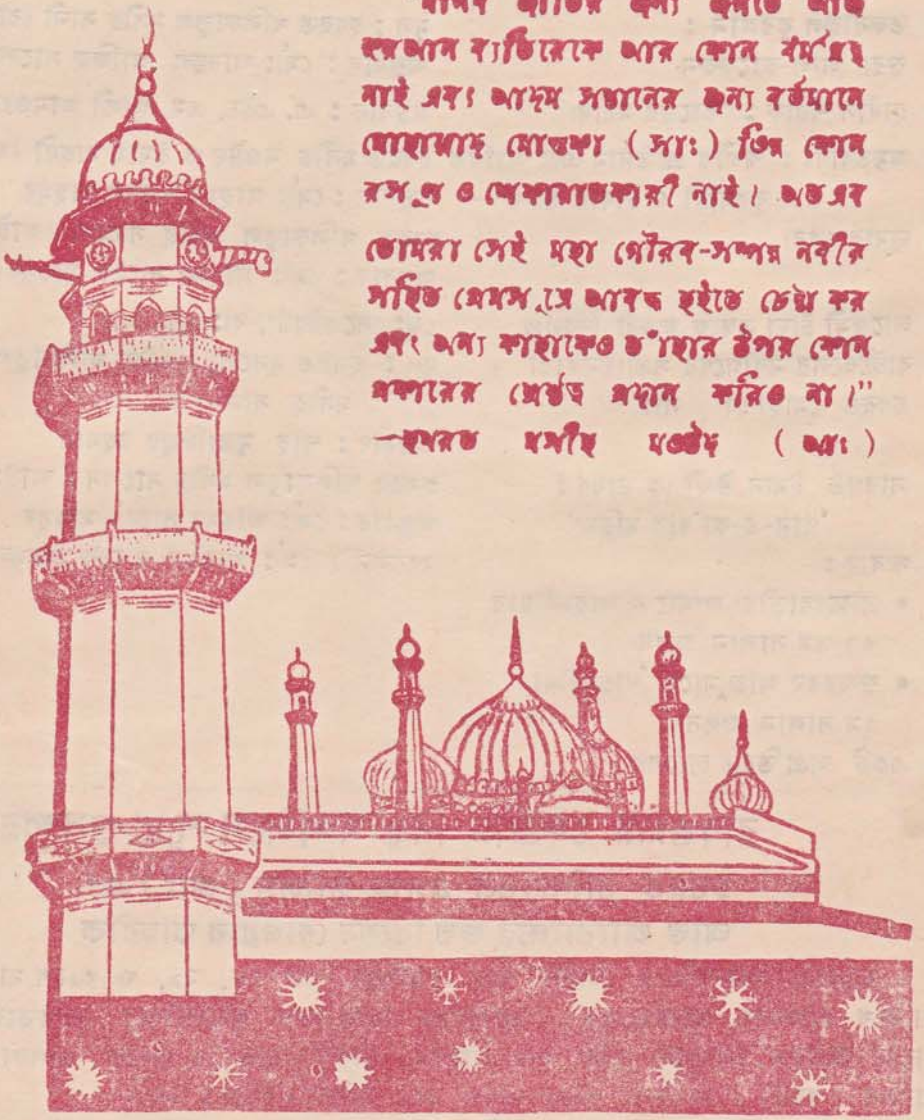

সম্পাদকঃ— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা

২রা, বৈশাখ ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই এপ্রিল ১৯৮০ ইং : ২৮শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ·; পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী

১৫ই এপ্রিল, ১৯৮০ ইং

৩৩শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল কুরআন : সূরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : "কাজের মর্যাদা"	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : 'স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক কুরবাণী ও চাঁদার গুরুত্ব'—	হযরত মসীহ্‌ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুমার খুৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* লাজেমী চাঁদা সম্বন্ধে জরুরী বিজ্ঞপ্তি	জেঃ সেক্রেটারী, বাঃ আঃ আঃ	১০
* বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	মূল : হযরত মুসলেহ মওউদ, খলিফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) অনুবাদ : শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান	১১
* সারগর্ভ ইমান উদ্দীপক ভাষণ : 'খান-এ-কা'বার মহিমা'	হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৮
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২০
* ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতে আহমদীয়ার ৫৭ তম সালানা জলসা		
* সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫ম সালানা জলসা		
* একটি অপ্রতিহত চ্যালেঞ্জ		২৩

রাবওয়ায় কেন্দ্রীয় বিশ্ব মজলিসে শূরা সুসম্পন্ন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আঃ)-এর আশু আরোগ্যের জন্য বিশেষ দোওয়ার তাহরীক

জামাতে আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় বিশ্ব মজলিশে শুরা ২৮, ২৯, ও ৩১শে মার্চ ১৯৮০ ইং তারিখে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব উহাতে যোগদান পূর্বক পত্র মারফত জানাইয়াছেন যে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অসুস্থতা সত্বেও শুরার কার্য সুষ্ঠভাবে আঞ্জাম দেন।

হুজুরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সর্বশেষ সংবাদ এই যে, হুজুর দন্তপীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন। তার সঙ্গে কিছু জ্বরও আছে।

মোহতারম আমীর সাহেব হুজুরের আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া বিশেষ দোওয়া করার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

অতএব, বন্ধুগণ প্রিয় ইমাম হযরতে আকদাস আমীরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর জন্য খাসভাবে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে দোয়া জারী রাখিবেন।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা, চট্রগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জমাতে হুযুর (আইঃ)-এর জন্য সদকা করা হইয়াছে এবং নিয়োমিতভাবে দোওয়া করা হইতেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা

২রা বৈশাখ, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮০ ইং : ১৫ই শাহাদাত, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

'তফসীরে কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ।)—মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী

لكم دينكم ولي دين ○

আভিধানিক বিশ্লেষণ ঃ الدين আরবী ভাষায় ইহার নিম্নলিখিত অর্থ উল্লেখিত হইয়াছে :

(১) الطاعة—আনুগত্য ; (২) السلطان و الملك و الحكم—পরাক্রম, রাজত্ব বা দেশ, রাজ্যসংস্থিতি ; (৩) السيرة—নিয়ম-প্রণালী, ধর্ম এবং মানুষের সহিত ব্যবহার ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি ; (৪) التدبير—প্রচেষ্টা ও তত্ত্বাবধান ; (৫) اسم لجميع ما يعبد به الله দীন দ্বারা এমনসব নিয়ম-পদ্ধতি বুঝায় যদ্দারা আল্লাহর ইবাদত করা হয়, যেমন নামাজআদায় করা, বায়তুল্লার হজ্জ পালন করা, ধন-সম্পদ হইতে ধার্যকৃত নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে গরীব মিসকীনদের উদ্দেশ্যে যাকাত আদায় করা ইত্যাদিকে আল্লাহর ইবাদত বলা হয়। ইবাদতের এই নিয়ম পদ্ধতিকে আরবী ভাষায় ইবাদত বলা হয়। এইরূপে হিন্দুদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি যেরূপেই হউক না কেন—ইবাদত বলিয়া আখ্যায়িত হইবে। ইহুদী ও যতুস্তিগণ প্রভৃতিদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি উহা যেরূপেই হউক না কেন দীন বলিয়া অভিহিত হইবে। মোট কথা, আল্লাহর ইবাদত, উহা যে উপায়েই হউক না কেন দীনের নামে আখ্যায়িত হইবে ; (৬) الملة—যে কোন জমাআতের নিয়ম-বিধান (৭) الورع—মন্দ ও অবৈধ বিষয়াবলী পরিহার করা ; (৮) المعصية—আনুগত্য অস্বীকার করা ; (৯) الحال অবস্থা ও লক্ষণ ; (১০) الشان (ক) এক বিশেষ অবস্থা, শানের অর্থ

সাধারণ অবস্থাই বুঝায়, কিন্তু الشان দ্বারা সাধারণ অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র এবং উর্ধ্বতর অবস্থাকে বুঝায় যাহাকে আমাদের দেশে "বড় শান" বা 'মহিমা" বলা হয় (খ) অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; (১১) العادة—অভ্যাস।

তফসীর ঃ—সুরা কাফেরুনের প্রথম পাঁচটি আয়াতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার অনুগামীগণকে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে যেন তাহারা এই ঘোষণা করিয়া দেয় যে কাফেরদের সহিত ইবাদতের বিষয়ে তাঁহাদের আদৌ মতৈক্য হইতে পারে না। তফসীরাধীন আয়াত لكم دينكم ولى دين-এ এইরূপ ঘোষণার কারণ ব্যক্ত হইয়াছে এবং স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার অনুগামীগণের এই ঘোগণা বলপ্রদর্শনমূলক নহে, কোন হিংসা বিদ্বেষের কারণে নহে বরং এই ঘোষণা কেবল এই কারণ দর্শাইবার জন্য করা হইয়াছে যে কাফেরদের দীন তাহাদের জন্য ইবাদতের ভিন্ন নিয়ম নির্ণয় করিতেছে এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার অনুগামীগণের দীন তাহাদের জন্য ইবাদতের ভিন্ন নিয়ম নির্ণয় করিতেছে; যেহেতু উভয়ের কার্য-পদ্ধতির মধ্যে গগণ-ভুবনতুল্য প্রভেদ রহিয়াছে এই জন্য ইবাদতের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের মতৈক্য অসম্ভব।

সুর কাফেরুনের প্রাথমিক আয়াতসমূহে সর্ব প্রথম একটি মৌলিক ফয়সালার ঘোষণা করা হইয়াছে; অতঃপর এই ঘোষণার দলীল لكم دينكم و لى دين শব্দসমূহে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই নিয়ম আমাদের ভাষাতেও প্রচলিত আছে; যেমন আমাদের দেশে বলা হয় যে অমুক বিষয়টির এইরূপ কারণ, উমুক ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছে। অর্থাৎ বাক্যের শেষাংশকে প্রথমাংশের কারণরূপে বর্ণনা করা হয় বা প্রথমাংশ শেষাংশের ফল বলিয়া ব্যক্ত করা হয় যাহার উপর প্রথমাংশের ভিত্তি নির্ভর করে। আরবী ভাষায় যেহেতু সংক্ষেপের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয় এই জন্য অনেক সময় এমনসব শব্দ যদ্বারা "যেহেতু" ও "এহেতু"র মর্ম প্রকাশ পায়, বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং সকল মর্ম একটি বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই নিয়মই তফসীরাধীন আয়াতে অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে

قل يا ايها الكافرون ٥ لا اعبد ما تعبدون ٥ ولا انتم عابدون ما اعبد ٥ ولا انا عابد ما عبدتم ٥ ولا انتم عابدون ما اعبد ٥

অর্থাৎ আমরা প্রত্যেক যুগের মুসলমানকে বলিতেছি যে সে যেন নিজ নিজ যুগের কাফেরদিগকে বলিতে চলিয়া যায় যে সে সেই সকল উপাস্যের ইবাদত করিতে পারিবে না যাহাদের কাফেরগণ ইবাদত করিয়া থাকে এবং কাফেরগণও সেই অস্তিত্বের ইবাদত করিতে পারিবে না যাহার মোমেন ইবাদত করিয়া থাকে। এইরূপে কোন মুসলমান ইবাদতের সেই নিয়ম অবলম্বন করিতে পারে না যাহা কাফেরগণ অবলম্বন করিয়া থাকে, এইরূপে কোন কাফেরও কোন মুসলমানের ইবাদতের কোন নিয়ম অবলম্বন করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

কাজের মর্যাদা, শ্রমোপার্জিত জীবিকা গ্রহণ এবং সাওয়াল (ভিক্ষা) হইতে বাঁচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৭৭। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "মিসকিন সে নয়, যাহাকে একটা বা দুইটা খেজুরের জন্য, এক বা দুই গ্রাস খাদ্যের জন্য দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খাইতে হয়, বরং মিসকিন সে, যে অভাব-অনটন ও প্রয়োজন থাকা সত্তেও চাওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং তাহার অভাবশূন্য পরওয়াহীন ভাব দেখিয়া লোকে বাহ্য দৃষ্টিতে তাহার দারিদ্রের কোন লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কোন সাহায্য করে না।" ['বুখারী', 'কিতাবুৎ-তফসীর', 'সুরাহ বাকারাহ', 'বাবু লা ইয়াসআলুনান্নাসা ইলহাফা' (২৭৪ নং আয়াত—অনুবাদক) ; ২:৬৫১ পৃঃ]।

৪৭৮। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "মিসকিন সে নয়, যে দুই এক গ্রাস খাদ্য বা দুই একটা খেজুরের জন্য দরোজা দরোজায় ঘোরে, বরং মিসকিন বা দরিদ্র সে, যাহার নিকট জীবিকা নির্বাহপোযোগী সামগ্রী থাকে না, কিন্তু ইহা সত্তেও তাহার দারিদ্র সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারে না, যাহাতে কেহ তাহাকে সাদকা-খয়রাত দান করিতে পারে ; প্রয়োজন সত্বেও সে লোকের কাছে কিছু চাহে না।" ['বুখারী' 'কিতাবুল-যাকাত', ১:২০০ পৃঃ, 'মুসলিম', ১-২:৪২১ পৃঃ]

ওয়াদা পুরা করা

৪৭৯। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম বনি ইস্রায়ীলের এক ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করিলেন : সে তাহার জাতির এক ধনীর নিকট হইতে এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা চাহিলে সে জামিন ও সাক্ষী দাবী করিল। কর্জ গ্রাহক বলিল: 'আল্লাহতায়ালা ব্যতীত আমার জামিনও নাই, সাক্ষীও নাই। তিনিই আমার জামিন ও সাক্ষী।' কর্জদাতা তাহার এই কথায় প্রত্যয় করিল এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা কর্জ দান করিল। অতপর, কর্জ গ্রহীতা তাহার কাজে সামুদ্রিক সফরে রওয়ানা হইল। কার্য শেষে, যখন ঋণ-শোধের সময় নিকটবর্তী হইল, তখন সে সামুদ্রিক জাহাজের খবর লইল। কিন্তু সে কোন জাহাজ পাইল না

যাহা ঐ দিকে যাইত যেখানে তাহার ঋণ শোধ করিবার ছিল। যখন সে জাহাজ পাওয়া সম্পর্কে একেবারে নিরাস হইল, তখন সে একটা মোটা কাষ্ঠ-ফলক লইয়া উহাতে ছিদ্র করিল। এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা ও একটি পত্র, যাহাতে ওয়াদা মাফিক উপস্থিত হওয়ার অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ছিল—ছিদ্রের মধ্যে রাখিয়া উপর হইতে উহা ভালমত বন্ধ করিল। তারপর কাষ্ঠ-ফলকটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল এবং দোওয়া করিল, 'হে আমার সত্য অঙ্গীকারকারী খোদা, তুমি জান যে, আমি অমুক হইতে এক হাজার আশরফি (স্বর্ণ-মুদ্রা) কর্জ নিয়াছিলাম। সে আমার নিকট জামানত চাহিলে আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার জামিন আল্লাহতায়ালা; সে তোমার নামের ওয়াদা পাইয়া রাজি হইল এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য সে আমাকে প্রার্থিত মুদ্রা দিল। এখন আমি কিশতি (জাহাজ) পাওয়ার বড়ই চেষ্টা করিলাম, যাহাতে মুল মালিকের হাতে ঋণ শোধ করিতে পারি কিন্তু আমি কোন কিশতি পাইলাম না। এখন আমি এই মুদ্রা তোমার হিফাজতে, তোমার আমানতরূপে তোমায় সপোর্দ করিতেছি। তুমি মুদ্রাগুলি যথা হিফাজতে মুদ্রার মালিকের হাতে পৌঁছাইয়া দাও। তুমি আমার দোওয়া কবুল কর'। এই দোওয়ার পর সে কাষ্ঠ-ফলক সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল এবং উহা ইহাতে ভাসিতে লাগিল। লোকটি চলিয়া গেল। তবু জাহাজের অনুসন্ধানে রহিল, যাহ ঐ দিকে যায়। এদিকে ঐ ব্যক্তি যে কর্জ দান করিয়াছিল এই ভাবিয়া বন্দরের দিকে আসিল যে, হয়ত মুসাফির (যাত্রীবাহী) জাহাজ আসিয়াছে এবং ওয়াদানুযায়ী ঐ ব্যক্তি ঋণ-মুদ্রা লইয়া আসিয়াছে এরূপ কোন জাহাজ সে দেখিল না। কিন্তু সে একটা মোটা কাষ্ঠ-ফলক দেখিল সমুদ্রের কিনারায় লাগিয়া রহিয়াছে। ইন্ধন বলিয়া মনে করিয়া সে উহা তুলিয়া লইল এবং গৃহে আনিল। যখন সে উহা ফাড়িল তখন উহার মধ্যে এক সহস্র আশরফি ও পত্র পাইল। উহাতে বিস্তৃত বিবরণ জানিল। ইতিমধ্যে ঐ ব্যক্তি কিশতি পাইল এবং হয়ত মুদ্রাগুলি যথার্থ ব্যক্তি পাইয়াছে বা পায় নাই এই ভাবিয়া ঐপরিমিত মুদ্রা লইয়া উপস্থিত হইল এবং দুঃখ প্রকাশ করিল যে, জাহাজ না পাওয়ায় বিলম্ব হইয়াছে। সেই ব্যক্তি তাহাকে বলিল : পূর্বেও কি তুমি আমাকে কিছু পাঠাইয়াছিলে? ইহাতে সে পুরা কেচ্ছা বলিল। তখন আশরফির মালিক তাহাকে বলিল : 'আল্লাহতায়ালা তোমার দোয়া কবুল করিয়াছেন। কাষ্ঠ-ফলকের মধ্যে যাহা পাঠাইয়াছিলে, পাইয়াছি। উহাতে মুদ্রাও ছিল এবং পত্রও ছিল। তখন সেই সাধু ব্যক্তিটি যে মুদ্রা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, সানন্দে তৎ-সহ বাড়ী ফিরিল।" ['বুখারী', 'কিতাবুল কিফালাতে', ১:৩০৫-৩০৬ পৃঃ]

(হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) :

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক কুরবাণী ও চাঁদার গুরুত্ব

"হে ইসলামের সঙ্গতিশীল লোকগণ! দেখুন, এই পয়গাম আপনাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতেছি যে, এই সংস্কার-সাধনকারী প্রতিষ্ঠানকে, যাহা খোদাতা'লার তরফ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নিজেদের সমস্ত হৃদয়, সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে আপনাদের সাহায্য করা উচিত এবং ইহার সমস্ত শাখাকে সম্মানের চক্ষে দেখা এবং অতি সত্বর কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতা অনুসারে মাসিক কিছু কিছু করিয়া দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সেই দান অবশ্য পরিশোধনীয় ঋণস্বরূপ মনে করিয়া স্বয়ং মাসে মাসে নিজ চেষ্টায় আদায় করা উচিত,। এই দানকে খাঁটিভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এক নজরস্বরূপ মনে করিয়া নেওয়া উচিত এবং তাহা আদায়ে শৈথল্য বা অস্বীকার করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি এককালীন সাহায্য স্বরূপ দান করিতে চান, তিনি সেই ভাবেই দান করুন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে মূল উপায়ের উপর এই কার্য অপ্রতিহত গতিতে চলিবার আশা করা যায়, তাহা হইল এই ব্যবস্থা যে ধর্মের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে এরূপ সহজসাধ্য চাঁদা মাসিক আদায় করা নিজের এক অবশ্য পালনীয় ওয়াদা মনে করিয়া লইবেন যাহা কোন দৈববিঘ্ন উপস্থিত না হইলে অনায়াসে আদায় করিতে পারেন। অবশ্য যাহাকে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু সঙ্গতি এবং মনের বল দান করিয়াছেন, তিনি এই মাসিক চাঁদা ছাড়া নিজ সাহসের প্রসারতা ও সঙ্গতি অনুযায়ী এককালীন দান দ্বারাও সাহায্য করিতে পারেন।

হে আমার বন্ধুগণ! প্রিয় ব্যক্তিগণ। আমার অস্তিত্বরূপ বৃক্ষের সবুজ শাখাসমূহ! খোদাতা'লার অনুগ্রহে, যাহা তোমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে, আমার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ এবং নিজেদের জীবন, আরাম ও ধন এই পথে বিলাইয়া দিতেছ। যদিও আমি জানি যে, আমি যাহা কিছু বলিব তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া তোমাদের নিজেদের সৌভাগ্য মনে করিবে এবং যথাশক্তি তাহা হইতে পশ্চাদপদ হইবে না, তথাপি এই খেদমতের জন্য আমি নিজ মুখে নির্দিষ্ট করিয়া কোন কিছু তোমাদের উপর ধার্য করিতে পারিব না যেন তোমাদের খেদমত আমার কথায় বাধ্যকর না হইয়া বরং তোমাদের আপন খুশীতে হয়। আমার

বন্ধু কে? আমার প্রিয় কে? সেই ব্যক্তি যিনি আমাকে চিনেন। তিনিই, যিনি আমার সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, আমি খোদা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি এবং আমাকে সেইভাবেই গ্রহণ করেন, যেভাবে প্রেরিত পুরুষগণ গৃহীত হইয়া থাকেন। দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া হইতে নহি। কিন্তু যাঁহাকে আধ্যাত্মিক জগতের অংশ প্রদান করা হইয়াছে, তিনি আমাকে গ্রহণ করেন এবং করিবেন। আমাকে যে ত্যাগ করে, সে তাঁহাকে ত্যাগ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং যিনি আমার সহিত সংযোগ সাধন করেন, তিনি তাঁহার সহিত সংযোগ সাধন করেন, যাঁহার নিকট হইতে আমি আসিয়াছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে ব্যক্তি আমার নিকট আসিবে সে অবশ্যই সেই আলো হইতে অংশ লাভ করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণা বশতঃ দূরে সরিয়া পড়িবে, সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইবে।"

'এই যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে-ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করিবে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু হইতে নিজ প্রাণ বাঁচাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর হইতে দূরে থাকিবে, চতুর্দিক হইতে মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিবে এবং তাহার শবও শান্তিতে থাকিবে না।"

"এই বিপদসঙ্কুল ও আপদপূর্ণ যুগে, অর্থাৎ যে যুগ খোদা ও তাঁহার বান্দার মধ্যস্থিত ঈমানের কোমল (delicate) সম্পর্ককেও অতি প্রবল ও কঠোর ধাক্কা দ্বারা ছিন্ন করিতে চলিয়াছে, সকলেরই আপন আপন পরিণামের জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত এবং যে সৎকর্মের উপর নাজাত নির্ভর করে, তাহা লাভ করিবার জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত এবং প্রিয় সময়ক ধর্মের সেবাকার্যে নিয়োযিত করা কর্তব্য, এবং খোদতায়ালার সেই অপরিবর্তনীয় ও অটল নিয়মকে ভয় করা উচিত, যাহা তিনি নিজ সম্মানিত বাণীতে (কুরআনে) বলিয়াছেন—

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

অর্থাৎ "তোমরা প্রকৃত পুণ্য, যাহাতে নাজাত লাভ হয়, কখনো অর্জন করিতে পারে না, যে পর্যন্ত না তোমরা খোদাতায়ালার পথে তোমাদের প্রিয় ধন ও সম্পদ খরচ কর।"

("ফতেহ ইসলাম" পুস্তকের পৃঃ ৪৯-৫১—৫৫)

খোদার পরে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের॥

[ফারসী দুররে সমীন]

জুমআর খুতবা

হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৪ই এপ্রিল ১৯৭২ ইং তারিখে রাবওয়া মসজিদে-মোবারকে প্রদত্ত]

আল্লাহতায়ালার দেওয়া নে'মত সমূহ ব্যবহার করার একমাত্র সঠিক পন্থা হইল সেগুলি তাঁহারই পথে খরচ করা।

এই ধ্রুব সত্য কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, প্রত্যেকটি জিনিসের আসল মালেক হইলেন আল্লাহতায়ালা।

জামাতের সদস্যগণ আল্লাহতায়ালার ফজলে অত্যন্ত এখলাসের সহিত নির্ধারিত চাঁদা গুলিতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা আলে ইমরানের ১৮১নং আয়াত পাঠ করেন : অতঃপর হুজুর বলেন :

আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, 'যে দৃষ্টি ভঙ্গীতেই দেখ না কেন তোমরা ইহাই দেখিতে পাইবে যে, যমীন ও আসমানের মালিকানা স্বত্ব আল্লাহতায়ালারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।' যমীন ও আসমান এবং উহাদের মধ্যে যাহাকিছু আমরা দেখিতে পাই সে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা হইলেন আল্লাহতায়ালা। এবং যেহেতু তিনি সকলের খালেক, সেইজন্য তিনি সকলের মালিকও বটেন। তেমনি এই দৃষ্টিকোন হইতে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, যে-জিনিসটি আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে দানের কারণে মানুষের স্বত্বাধীকার বলিয়া পরিদৃষ্ট হইতেছে, উহা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের ফলেই মানুষের স্বত্বাধীকার হিসাবে সাব্যস্ত হয় এবং যে পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করেন শুধু সে পর্যন্তই উহা তাহার স্বত্বাধীকারে থাকে।

সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে আমরা সাধারণভাবেই দেখিতে পাই যে, (দৃষ্টান্ত স্বরূপ) কিছু ব্যবসায়ী এমনও আছেন যাহাদের সম্বন্ধে মানুষ বলে যে, তাহারা মাটিকেও স্পর্শ করিলে তাহা স্বর্ণ হইয়া যায়। কেননা আল্লাহতায়ালা তাহাদের হস্তে বরকত দান করেন। আবার কিছু ব্যবসায়ী এমনও আছেন যাহারা স্বর্ণকে স্পর্শ করিতে উহা মাটি হইয়া যায়। আবার এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এইরূপ আছে, যাহারা এক সময়ে অনেক ঐশ্বর্য ও বরকতের অধিকারী হইয়া থাকে, তাহাদের সকল কার্যে ও প্রচেষ্টায় এবং বাণিজ্যে আমরা সফলতা ও বরকত দেখিতে পাই, কিন্তু আল্লাহতায়ালা, যিনি আসল মালিক, উক্ত ব্যক্তি হইতেই যখন দৃষ্টি ফিরাইয়া নেন, তখন সে যে জিনিসেই হাত দেয়, উহাতেই তাহার জন্য কল্যাণের স্থলে অকল্যাণ, লাভের স্থলে ক্ষতি এবং স্বাচ্ছন্দের স্থলে বিস্বাদ ও দুরাবস্থা দেখা যায়।

সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলেন, তোমরা যে দৃষ্টিকোন হইতে তাকাইবে, তোমরা ইহাই দেখিতে পাইবে যে, জমিন ও আসমান এবং উহাদের মধ্যকার সব কিছুর সত্বাধীকার ও মালিকানা আল্লাহতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই প্রকৃত মালিক এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উহাদের প্রকৃত মালিক নহে। ইহা এক অনস্বীকার্য চিরন্তন সত্য। ইহার

প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহতায়ালা তাঁহার সেফাতের জাল্‌ওয়াসমূহ সর্বদা বিভিন্ন রূপ ও রঙে কখনও এখানে কখনও সেখানে প্রদর্শন করিতে থাকেন। মোট কথা, আল্লাহতায়ালার মালিকানা স্বত্বের প্রমাণে আমরা তাঁহার সেফাতের জাল্‌ওয়াসমূহ দেখিতে পাই এবং তাহা বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান।

সুতরাং উক্ত চিরন্তন সত্যটি কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় এবং সেই সকল লোকের পর্যায়ভুক্ত হওয়া উচিত নয়, যাহারা আল্লাহতায়ালার দান তথা সেই ধন ও সম্পদ যাহা তিনি মানুষকে নিজ অনুগ্রহে দান করিয়াছেন উহা আল্লাহতায়ালার পথে খরচ করায় বখিলী বা কার্পণ্য করে। আরবী ভাষায় বখিলী বা কাপণ্যের অর্থ মাল যথাস্থানে খরচ না করা।

যদি আমরা জগতে প্রতিষ্ঠিত সত্যসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি,—(এই প্রসঙ্গে একটি ধ্রুব সত্যের দিকে সেই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহা আমি প্রথমে তেলাওত করিয়াছি) —তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, আল্লাহতায়ালার দেওয়া ধন-সম্পদ ও শক্তি নিচয় এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবন ও সময়কে ব্যয় করার একটিই মাত্র সহি ও সঠিক পথ রহিয়াছে এবং তাহা হইল আল্লাহতায়ালার পথে খরচ করা। প্রকৃতপক্ষে ইহাই বাস্তব, শুভ, লাভজনক ও ফলপ্রদ খরচ। এবং অন্যান্য প্রচেষ্টা বা খরচ যাহা উক্ত প্রকৃত খরচের লক্ষ্যে করা হয়, তাহাও পরোক্ষভাবে নেকী এবং কল্যাণের কারণ হয়, কিন্তু যদি কাহারও প্রচেষ্টা বা খরচ উহার বিপরীত দিকে হয়, তাহা হইলে উহা তাহার জন্য পরোক্ষভাবে পাপ এবং সর্বনাশের কারণ হয়।

সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলেন, যে মাল তোমাদের নিকটে আছে এবং যাহা এ দুনিয়ায় তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, উহা আমিই দিয়াছি, কিন্তু তোমরা উহা আমার পথে খরচ করায় কার্পণ্য করিয়া থাক। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ঐ মানসিকতা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে? উহা তোমাদের জন্য কখনও কল্যাণজনক হইবে না, বরং উহা তোমাদের অকল্যাণ, অনিষ্ট ও ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। তোমরা হয়ত মনে কর যে, তোমাদের উক্ত কার্পণ্য দুনিয়াবাসীর দৃষ্টি হইতে গোপন থাকিবে এবং মানুষ তোমাদের এই ঘৃণ্য মানসিকতা সম্বন্ধে বেখবর থাকিবে; অথবা যখন আল্লাহতায়ালা ইহজগতে জান্নাতের উপকরণ সৃষ্টি করিবেন, কিংবা সেই আখেরাতের জীবনে যাহা মৃত্যুর পরপারে মিলিবে এবং যে জীবনে পূর্ণভাবে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হইবে অর্থাৎ জান্নাতের বা জাহান্নামের আকারে পূর্ণ প্রতিফলনের উপকরণ সৃষ্টি করা হইবে, তখনও তোমাদের ঐ সকল গোপাহ্‌ এবং অশুভ মানসিকতা ঢাকা থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এইরূপ ধারণা করা সঠিক নহে, কেননা তোমাদের এই কার্পণ্য ও মানসিকতা তোমাদের গলায় তওক বা হার-কাঠ রূপে পরানো হইবে। তোমরা সেগুলিকে লুকাইতে পারিবে না। তোমাদের গলায় পরানো ঐ সকল হার-কাঠ তোমাদের জন্য শোভা ও সৌন্দর্য্যের কারণ হইবে না বরং তোমাদের আভ্যন্তরীণ কদর্য ও কুৎসিত রূপকে প্রকাশ করিবে। তেমনি উহা তোমাদের ইজ্জতের কারণ হইবে না বরং তোমাদের জিল্লতির কারণ হইবে। উহার দ্বারা মানুষ দেখিতে পারিবে যে, তোমারা এজন্য শাস্তি ভোগ করিতেছ এবং ভয়ানক আজাবের দিকে তোমাদিগকে ধাওয়াইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, যে তোমর আল্লাহতায়ালার মহান দান সমূহ এবং তাঁহার দেওয়া মাল হইতে খরচ করায় কার্পণ্য করিয়াছ অর্থাৎ সেই মাল খরচ করার যে প্রকৃত পথ ছিল তাহা তোমরা পরিহার করিয়াছিলে এবং ভ্রান্ত পথসমূহ অবলম্বন করিয়াছিলে।

আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে যাহাকিছু দান করিয়াছেন উহার মধ্যে (যেমন, আমি বলিয়াছি) মালও রহিয়াছে, তেমনি সময়, আত্মোৎসর্গের স্পৃহা এবং মেহনত ও পরিশ্রমের ক্ষমতাও উহার শামিল। কেননা পরিশ্রম করার শক্তিও আল্লাহতায়ালার দান। এলাহী

সেলসেলাসমূহ সাফল্যের চরম শিখরে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত উহাদের মধ্যে নেক এবং খোদাভীরু ব্যক্তিদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বিদ্যমান থাকে। তাঁহারা অত্যন্ত আত্মোৎসর্গ প্রিয় হইয়া থাকেন এবং আল্লাহতায়ালার পথে প্রত্যেক প্রকারের কুরবানী পেশ করিতে প্রস্তুত থাকেন এবং কার্যতঃ কুরবানী দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে কিছু লোক দুর্বল ও শিথিল থাকে। তাহাদের শৈথিল্য ও দুর্বলতা দুই প্রকারে প্রকটতঃ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, প্রথমতঃ আল্লাহর পথে মাল ব্যয় করায় তাহারা কৃপণ হয় এবং দ্বিতীয়তঃ তাহারা আল্লাহর পথে সময়, মনোযোগ ও পরিশ্রম দানেও কৃপণ হয়। তথাপি যখন রুহানী তান্‌যীম (জমাতী সংগঠন) মজবুত থাকে, তখন উহার মধ্যে মানুষের জন্য একটি বিষয় অনেক সময় পরীক্ষার কারণ হইয়া দাঁড়ায়, যেমন, তাহারা মনে করে যে নেযাম (জামাতী ব্যবস্থা) আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া আমাদের নিকট হইতে কুরবানী সমূহ গ্রহণ করিবে। কিন্তু যখন তানযীম অপূর্ণ অবস্থায় থাকে, তখন কুরবানী দানকারী ব্যক্তি নিজে পৌঁছিয়া বলে যে, এই রহিল আমার কুরবানী; ইহা ওসুল করিয়া নিন। যেমন, সে আসিয়া বলে যে, এই নিন, আক্‌ফে আরযীতে আমার সময়ের কুরবানী, কিংবা সে বলে, আমি ওয়াকেফে জিন্দিগী (জীবন উৎসর্গকারী) হইতে চাই, আমি আমার জীবনের কুরবানী পেশ করিতেছি, ইত্যাদি। কিন্তু যখন জামাতী ব্যবস্থা পূর্ণ ও মজবুত হয়, তখন জামাতের অধিকাংশ লোক ইহা মনে করে যে, প্রয়োজনের সময়ে আমাদিগকে ইয়াদদেহানী করানো হইবে। নেজাম আমাদের নিকট হইতে ওক্‌ফে আরজীর ফরম পুরণ করাইবে। নেজাম আমাদিগকে রশিদ দিয়া চাঁদা উসল করিবে অর্থাৎ মাসিক চাঁদা বা ওসিয়তের চাঁদা অথবা অন্যান্য আরও কয়েকটি চাঁদা আছে যাহা বন্ধুগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং আনন্দের সহিত দিয়া থাকেন এবং এই দিক হইতেও ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, জামাত আল্লাহর ফজলে অনেক মালী কুরবানী দিতেছে। মোটকথা, যেখানে ইহা মনে করা হয় যে, নেযাম আমাদের নিকটে আসিবে এবং আমাদিগকে রশিদ দিয়া আমাদের দেয় চাঁদা উসল করিবে, কিন্তু যদি নেজাম এইরূপ না করে, তাহা হইলে সেখানে বাস্তবতঃ ইহাই দেখা যায় যে, সেই এলাকা বা শহর বা গ্রাম সামগ্রিকভাবে মালী কুরবানী দানে পিছাইয়া আছে। অথচ আসলে তাহার পিছনে পড়িয়া যায় নাই বরং যাঁহারা কর্মকর্তা বা কারকুন ও ওহুদেদার ছিলেন, যাঁহাদের ইয়াদদেহানী করানোর এবং সদস্যদের নিকট গিয়া চাঁদা উসল করার দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল তাঁহারা তাঁহাদের দুর্বলতা বশতঃ সময়ের কুরবানী না দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট জামাতের সদস্যগণ চাঁদায় পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। জামাতের অধিকাংশ ব্যক্তিরা ত পিছনে থাকে নাই।

এখন আমাদের বর্তমান আর্থিক বৎসর কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হইতেছে। যদি আমরা ইহার পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বন্ধুগণের মধ্যে তাঁহারাই অত্যন্ত বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, যাহারা জামাতীস্তরে প্রত্যেক প্রকারের কুরবানী দিতে প্রস্তুত এবং কার্যতঃ তাহারা কুরবানী দিতেছেন। তেমনিভাবে সেই বন্ধুগণ বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, যাঁহারা সেলসেলার কাজের জন্য নিজেদের সময়ের কুরবানী দেন, নিজেদের আরামকে কুরবান করেন, মনোযোগের কুরবানী পেশ করেন, যে মনোযোগ তাঁহারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের (বিবি বাচ্চাদের) দিকে নিবদ্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাহাদের মনোযোগকে এলাহী সেলসেলার কাজের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। যে ব্যথা-বেদনা নিজেদের সীমিত গণ্ডীর জন্য তাহাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হইতে পারিত সেই ব্যাথা-বেদনা জামাতের উদ্দেশ্যে তথা মানবজাতির জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেন এবং খেদমতের স্পৃহা ও উদ্দীপনা লইয়া নিজেদের অধিকাংশ সময় খেদমতে-খালকে মশগুল থাকেন।

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

লাজেমী চাঁদা সম্বন্ধে জরুরী বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, লাজেমী চাঁদার বৎসর এপ্রিল মাসে শেষ হইতেছে; সেজন্য বন্ধুদিগকে নিজ নিজ ধার্যকৃত বাজেট অনুযায়ী চাঁদা পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ জানান যাইতেছে। সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এলহাম সমূহ দ্বারা ইহা জানা যায় যে, এই কাজ (ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও আধ্যাত্মিক বিজয়) অবশ্যই সাধিত হইবে এবং কোন বাধা-বিঘ্নের কারণে, উহা যত বড়ই হউক না কেন, উক্ত কার্য বন্ধ হইতে পারে না। তাঁহার প্রতি আল্লাহতায়ালা এই এলহাম নাযেল করিয়াছিলেন : "ইয়ান্‌সুরুকা রেজালুন নুহী এলাইহিম মিনাস সামায়ে।" অর্থাৎ "সেই সকল লোক তোমার সাহায্য করিবে যাহাদের প্রতি আমরা আসমান হইতে ওহী নাযেল করিব।" সুতরাং আমি টাকার জন্য চিন্তা করি না, আল্লাহতায়ালা স্বয়ং সেই সকল লোক উপস্থিত করিবেন, যাহাদের অন্তরে তিনি এলহাম যোগে এই প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া দিবেন যে, 'যাও এবং চাঁদা দাও'। অতএব, এ সম্পর্কে আমি উৎকণ্ঠিত নই, বরং আমি মনে করি যে, যদি আমাদের জামাতের ইমান বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা বর্ত্তমান চাঁদার চাইতে চারগুণ বরং তদোপেক্ষাও বেশী দিতে পারেন।"

সুতরাং জামাতের বন্ধুগণের নিকট অনুরোধ যে, আপনারা সৈয়দনা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এলহাম এবং হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ)-এর এরশাদ ও নির্দেশ অনুসারে নিজেদের মালী কুরবানীর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হউন এবং চলতি মাসের মধ্যে বাৎসরিক বাজেট অনুযায়ী আপনাদের নিজ নিজ চাঁদা পরিশোধ করিয়া আল্লাহতায়ালার অশেষ কল্যাণের অধিকারী হউন।

আল্লাহতায়ালার নিকট আমাদের সকাতর দোওয়া এই যে, তিনি যেন প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিকে প্রকৃতরূপে দ্বীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দান করিয়া দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে তাহার ওয়াদাকৃত সমস্ত চাঁদা পরিশোধ করার তওফিক দান করেন, আমীন।

ওয়াসসালাম :

খাকসার, ভিযির আলী

জেনারেল-সেক্রেটারী

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।

"সকল বরকত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)হইতে।" —ইলহাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী
হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

—হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ, খলিফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছয় নম্বর তসদ্দিক

হযরত ইয়াসাইয়াহ্‌ (যিশাইয়) বলছেন :

"এই কারণ খোদাওন্দ ইয়াহুদা এই কথা বলেন, দেখ, আমি সিহোনে ভিত্তিমূলের নিমিত্ত এক প্রস্তর স্থাপন করিব; তাহা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রস্তর বহুমূল্য কোনের প্রস্তর, অতি দৃঢ়রূপে বসান ; তার উপর যে ইমান আনিবে সে উতলা হইবে না। (ইয়াসাইয়াহ্‌ -২৮: ১৬)

হযরত দাউদ (আঃ) বলছেন, "গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে,, তাহা কোনের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। ইহা খোদাওন্দ হইতেই আসিয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।" [গীতসংহিত (যববুর) ১১৮:২২-২৩]

আবার বলছেন, "ধন্য তিনি, যিনি খোদাওন্দের নামে আসিতেছেন। আমরা খোদাওন্দের গৃহ হইতে তোমাকে মোবারকবাদ দিতেছি।" (ঐ ১১৮:২৬)

আবার এই ব্যাপারেই দানিয়েল (আঃ)-এর উপরে এলহাম অবতীর্ণ হয়েছিল। তার কাহিনী হচ্ছে—নবুকদনজর বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখেন কিন্তু তা ভুলে যান। তিনি তাঁর জ্যোতিষীদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, কিন্তু তারা ভুলে যাওয়া স্বপ্নের তাবির বা ব্যাখ্যা করতে অপারগতা প্রকাশ করে। ফলে বাদশাহ তাদেরকে কতল করার হুকুম দেন।

দানিয়েল নবী যিনি জেরুজালেম থেকে নীত বন্দীদের মধ্যে ছিলেন, তিনি তাদের এই দুরাবস্থার কথা শুনে আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া করেন এবং তাদেরকে সেই স্বপ্ন ও উহার তাবিরও বলে দেন। তখন তারা বাদশাহকে স্বপ্ন ও উহার ব্যাখ্যা বলার জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠলো এবং সেই স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা বলে দিল নিম্নের এই কথাগুলিতে—"হে মহারাজ, আপনি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, আর দেখুন, এক প্রকাণ্ড প্রতিমা ; সেই প্রতিমা বৃহৎ এবং অতিশয় তেজোবিশিষ্ট, যাহা আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল ; আর তাহার দৃশ্য ভয়ঙ্কর। সেই প্রতিমার বৃত্তান্ত এই : তাহার মস্তক সুবর্ণময়, তাহার বক্ষঃ ও বাহু রৌপ্যময়, তাহার উদর ও উরুদেশ পিত্তলময়, তাহার জঙ্ঘা লৌহময় ; এবং তাহার চরণ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃত্তিকাময় ছিল। আপনি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন, শেষে বিনা হস্তে খনিত এক প্রস্তর সেই প্রতিমার লৌহ ও মৃন্ময় দুই চরনে আঘাত করিয়া সেইগুলি চূর্ণ করিল। তখন সেই

লৌহ, মৃত্তিকা, পিত্তল, রৌপ্য ও স্বর্ণ একসঙ্গে চূর্ণ হইয়া গ্রীষ্মকালীন খামারের তুষের ন্যায় হইল, আর বায়ুসে সকল উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহাদের জন্য আর কোথাও স্থান পাওয়া গেল না। আর যে প্রস্তর খানি ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া মহাপর্বত হইয়া উঠিল, এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিল।

"স্বপ্নটি এই। এখন আমরা মহারাজের সাক্ষাতে ইহার তাৎপর্য জ্ঞাত করি। হে মহারাজ, আপনি রাজাধিরাজ, স্বর্গের ঈশ্বর আপনাকে রাজ্য, ক্ষমতা, পরাক্রম ও মহিমা দিয়াছেন। আর যে কোন স্থানে মনুষ্য-সন্তানগণ বাস করে, সেই স্থানে তিনি মাঠের পশু ও আকাশের পক্ষিগণকে আপনার হস্তে সমর্পন করিয়াছেন, এবং তাহাদের সকলের উপরে আপনাকে কর্তৃত্ব দিয়াছেন; আপনি সেই স্বর্ণময় মস্তক। আপনার পশ্চাতে আপনা হইতে ক্ষুদ্র আর এক রাজ্য উঠিবে, তাহার পরে পিত্তলময় তৃতীয় এক রাজ্য উঠিবে; তাহা সমস্ত পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করিবে। আর চতুর্থ রাজ্য লৌহবৎ দৃঢ় হইবে। কারণ লৌহ যেমন সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করে ও পাড়িয়া ফেলে, লৌহ যেমন এই সকল চূর্ণ করে, তদ্রূপ সেই রাজ্য সকলই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবে। আর আপনি দেখিয়াছেন দুই চরণ ও চরণের অঙ্গুলি সকল কিছু কুম্ভকারের মৃত্তিকার ও কিছু লৌহের, ইহাতে বিভক্ত রাজ্য বুঝায়; কিন্তু সেই রাজ্যে লৌহের দৃঢ়তা থাকিবে, কেননা আপনি কর্দমে মিশ্রিত লৌহ দেখিয়াছেন; আর চরণের অঙ্গুলি সকল যেরূপ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃন্ময় ছিল, তদ্রূপ রাজ্যের একাংশ দৃঢ় ও একাংশ ভঙ্গুর হইবে। আর আপনি যেমন দেখিয়াছেন লৌহ কর্দমে মিশ্রিত হইয়ছে তদ্রূপ সেই লোকেরা মনুষ্যের সন্তানের সঙ্গে মিশ্রিত হইবে; কিন্তু যেমন লৌহ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ তাহারা পরস্পর মিশ্রিত থাকিবে না। আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনিষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিশিষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে। কারণ আপনি ত দেখিয়াছেন, পর্বত হইতে এক খানি প্রস্তর বিনা হস্তে খণ্ডিত হইল, এবং ঐ লৌহ, পিত্তল, মৃত্তিকা, রৌপ্য ও স্বর্ণকে চূর্ণ করিল; মহান ঈশ্বর মহারাজকে ভাবী ঘটনা জানাইয়াছেন; স্বপ্নটি নিশ্চিত ও উহার তাৎপর্য সত্য।" (দানিয়েল—২ : ৩১-৪৫)।

এই তিনজন নবীর পরিবেশিত খবর থেকে জানা যায় যে, আখেরী যামানায় একজন আধ্যাত্মিক সম্রাটের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল, যিনি 'কোনার পাথর'—এর মর্যাদা প্রাপ্ত হবেন; অর্থাৎ তিনি আধ্যাত্মিক সেলসেলার শেষ সত্তা বলে পরিগণিত হবেন। অতি অমূল্য হবে সেই পাথর, হবে মজবুত ভিত্তি-প্রস্তর। যে উহার পরে ইমাম আনবে সে মান-মর্যাদায় ভূষিত হবে; সে উতলা স্বভাবের হবে না। সেই পাথর এমন হবে যে, যাকে রাজমিস্ত্রীরা রদ করে দিয়েছে। উহা শক্তিশালী রাজাদের দাঁত ভেঙ্গে দিবে; উহা স্বয়ংসৃষ্ট হবে, এবং কোন মানুষের হাত দ্বারা সৃষ্ট হবে না। হযরত মসিহ (আঃ) ও এই ভবিষ্যদ্বাণীর

উল্লেখ করে গেছেন। তিনি বলেছেন—"আর একটি দৃষ্টান্ত শুন। একজন গৃহকর্তা ছিলেন। তিনি দ্রাক্ষার ক্ষেত্র করিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া দিলেন, ও তাহার মধ্যে দ্রাক্ষা-কুণ্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চ গৃহ নির্মান করিলেন। পরে কৃষকদিগকে তাহা জমা দিয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলেন। আর ফলের সময় সন্নিকট হইলে তিনি আপন ফল গ্রহণ করিবার জন্য কৃষকদের নিকটে নিজ দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন। তখন কৃষকেরা তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া কাহাকেও প্রহার করিল, কাহাকেও বধ করিল, কাহাকেও পাথর মারিল। আবার তিনি পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক দাস প্রেরণ করিলেন, তাহাদের প্রতিও তাহারা সেইমত ব্যবহার করিল। অবশেষে তিনি আপনার পুত্রকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন, তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে। কিন্তু কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, আইস আমরা ইহাকে বধ করিয়া ইহার অধিকার হস্তগত করি। পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল। অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা যখন আসিবেন, তখন সেই কৃষকদিগকে কি করিবেন? তাহারা তাঁহাকে বলিল, সেই দুষ্টদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট করিবেন, এবং সেই ক্ষেত্র এমন অন্য কৃষকদিগকে জমা দিবেন, যাহারা ফলের সময়ে, তাঁহাকে ফল দিবে। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে পাঠ কর নাই,

"যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে,
তাহাই কোনের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল;
ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে,
ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।"

এইজন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে যে জাতি তাহার ফল দিবে। (আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু এই প্রস্তর যাহার উপরে পড়িবে, তাহাকে চূরমার করিয়া ফেলিবে)।" (মথি—২১:৩৩-৪৪)।

এই উদ্ধৃতিতে হযরত মসিহ্ (আঃ) একটা উপমা দিয়ে বলেছেন যে, বনী ইসরাঈলরা বহু নবীকে অস্বীকার করেছে। শেষে খোদাতায়ালা এমন একজন নবীকে পাঠিয়েছেন যিনি খোদাতায়ালার পুত্র হওয়ার দাবী করিবেন অর্থাৎ মসিহ (আঃ) নিজেই সেই নবী। কিন্তু বনী ইসরাঈল তাঁকেও অস্বীকার করবে এবং তাঁকে কেটে ফেলবে অর্থাৎ কেটে ফেলার চেষ্টা করবে (—যা অন্যান্য হাওয়ালা থেকে যথাস্থানে সাব্যস্ত করা যাবে।) অতঃপর এমন একজন নবীর আগমন হবে যিনি খোদাতায়ালার প্রকাশ বলে দাবী করবেন এবং তিনি 'কোনার পাথর' হবেন। তাঁর আগমনের পর বনী-ইসরাঈলকে চূড়ান্ত শাস্তি দান করা হবে, এবং খোদাতায়ালার বাদশাহত এমন এক জাতিকে সোপর্দ করা হবে যারা যথাসময়ে খোদাতায়ালাকে ফল পৌঁছায়ে দিবে অর্থাৎ খোদাতায়ালার হুকুমসমূহকে যথাযথ ভাবে পালন করবে। সেই পাথরের মহিমা এমন হবে যে, উহা যার উপরে পড়বে তাকে গুড়া করে দিবে, এবং যে উহার উপরে পড়বে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

এই ভবিষ্যদ্বানীটি, যার বর্ণনায় অংশ নিয়েছেন চারজন নবী—দাউদ, ইয়াসাইয়াহ, দানিয়েল এবং হযরত মসিহ (আ:)—তা অতি সুস্পষ্টরূপে পূর্ণ হয়ে চলেছে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর মধ্যে। হিংসা-বিদ্বেষে অন্ধ ব্যক্তি ছাড়া কেহই ইহা অস্বীকার করতে পারবে না। তিনি ছিলেন বনু-ইসমাইলের মধ্য থেকে, যাদেরকে সবসময় অস্বীকার করেছে বনু-ইসরাঈলরা এবং হামেশাই ইব্রাহীম (আ:)-এর বরকত থেকে বঞ্চিত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তিনি (সাঃ) স্বয়ং দাবী করেছেন যে, আমি 'কোনার পাথর' ; যেমন তিনি বলেছেন—

مثلي و مثل الانبياء كمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه و اجمله فجعل
الناس يطيفون به يقولون ما راينا بنيانا احسن من هذا الا هذه
اللبنة فكنت انا تلك اللبنة . (مسلم جلد كتاب الفضائل)

অর্থাৎ আমার এবং অন্যান্য নবীগণের অবস্থা এই যে, ধর, কেউ একটি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট মহল তৈরী করলো এবং লোকেরা বিপুল সংখ্যায় তা দেখার জন্য আসতে লাগলো, এবং বলতে লাগলো যে, আমরা এর চাইতে উৎকৃষ্টতর মহল কোথাও দেখিনি : কিন্তু এর এই কোনাটি ফাঁক রয়েছে। তখন খোদাতায়ালা আমাকে উত্থিত করলেন এবং আমিই হলাম ঐ কোনার পাথর।" তাঁর (সাঃ) সত্তা ছিল অতি অমূল্য সত্তা এবং তাঁর বুনিয়াদ এমন মজবুত ছিল যে, ঘটনাবলীই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সারা দুনিয়ার কঠিন বিরোধীতা সত্ত্বেও তের শ বছর ধরে তাঁর মোকাম-মহিমাকে কেউ টলাতে পারে নি। তাঁর সাহাবারা মসিহ (আঃ)-এর হাওয়াবীদের ন্যায় উতলা স্বভাবের ছিলেন না। বরং অতীব ধৈর্য ও মর্যাদাশালী ছিলেন। মসিহ (আঃ)-এর হাওয়ারীদের অবস্থা তো এই রকম ছিল যে, মসিহ (আঃ)-কে যখন রুমের রাজশক্তি পাকড়াও করলো, তখন তাঁরা তাঁকে অস্বীকার করে বসলো এবং এদিক সেদিক কেটে পড়লো। (মথি-২৬ঃ৫৬,৭০, ৭২-৭৪) পক্ষান্তরে, হুজুর (সাঃ)-এর সাহাবারা মহা বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে বলেছিলেন যে, 'ইয়া রসুলুল্লাহ আমরা আপনার ডানেও লড়বো, বামেও ; এবং আগেও লড়বো, পিছনেও ; এবং দুষমন আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা আমাদের লাশগুলিকে পদদলিত করে পার হয়। ফোরআন করীম তাঁদের (রাঃ) শানে বলছে :

وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم
الجاهلون قالوا سلاما ۝ (فرقان ع ٦)

অর্থাৎ মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর ইমান আনা আল্লাহর বান্দারা এমন যে তারা জমিনের উপরে বড়ই প্রশান্তির সঙ্গে চলাফেরা করে এবং তারা তড়িঘড়ি করে কোন কাজই করে না, যখন জাহেল লোকেরা তাদেরকে গালমন্দ করে, তখন তারা পাল্টা হয়ে পাল্টা গালি দেয় না, বরং বলে যে, আমরা তো তোমাদেরই সালামতি চাই। আবার বলা হয়েছে—

واذا مروا باللغو مروا كراما - (فرقان ع ٦)

অর্থাৎ যখন তারা কোন ক্রীড়া-কৌতুক বা আমোদ-আহলাদের স্থানের পাশ দিয়া যায় তখন দুনিয়াবী রঙ-তামাশায় লালায়িত হয়ে তার মধ্যে শামিল হয়ে যায় না, যেমন হতো মসিহ (আঃ)-এর অনুসারীরা খোদার জিকর ভুলে গিয়ে নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনার মধ্যে মশগুল। বরং তারা (রাঃ) নিজেদের প্রবৃত্তিনিচয়কে, নাফসানিয়ৎকে বশীভূত রেখে ভবিষ্যতের (আখেরাতের) জিন্দেগীর পথে, যদিও ফল তার বিলম্বেই ফলে, তারই পানে এগিয়ে চলে।

পুনরায় ঐ পাথরের মহিমা এই বলা হয়েছে যে, উহার আগমন খোদাতায়ালার আগমন বলে ধরা হবে এবং তা খোদাতায়ালার নামের উপরেই আসবে। মসিহ (আঃ) তার স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন এই যে, খোদাতায়ালার নামের উপরে উক্ত আগমনকারী খোদার বেটা দাবী-কারকের পরে আগমন করবেন। বস্তুতঃ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ) মসিহ (আঃ)-এর পরেই আগমন করেছেন। এবং তাঁর (সাঃ) আগমনকে বলা হয়ে খোদার আগমন এজন্যই তাঁর সাঃ) প্রসঙ্গে কোরআন করীমে এসেছে—

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله - يد الله فوق ايديهم (فتح ع ١)

অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক যারা তোমার হাতে বয়াত করছে, তারা আল্লার বয়াত করে; তোমার হাত তাদের হাতের উপরে থাকে না, বরং আল্লাহতায়ালারই হাত তাদের হাতের উপরে থাকে।

তাঁর (সাঃ) আগমন খোদার আগমন,—এই কথার মধ্যে এই ইংগিতও বিদ্যমান যে, তিনি (সাঃ) মসিলে মুসা (সাঃ) (অর্থাৎ মুসার সদৃশ্য) হবেন, কেননা মুসা (আঃ) সম্পর্কেও বলা আছে যে, তিনি খোদার ন্যায় ছিলেন। এ প্রসঙ্গে যাত্রা-পুস্তক ৭ঃ১-এ আছে—"তখন খোদাওন্দ মুসাকে কহিলেন, দেখ আমি ফেরাউনের কাছে তোমাকে খোদা স্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিলাম।" সুতরাং খোদার মত হওয়ার অর্থ, অন্য কথায় এই যে, তিনি (সাঃ) মসিলে মুসা হবেন। একইভাবে এতে 'দ্বিতীয় বিবরণ'-এর ১৮ঃ১৮-এর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আরও আছে যে, ঐ পাথর যার উপরে পড়বে তাকে গুড়া করে দিবে, এবং যে উহার উপরে পড়বে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এবং ঠিক ইহাই ঘটেছিল হুজুর (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে। নিদারুণ দারিদ্র ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সকল জাতির সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল এবং তিনিই বিজয়ী হয়েছিলেন। হযরত মসিহ (আঃ) তাঁর (সাঃ) যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্রই এঁকে গেছেন, বলেছেন—"যে ঐ পাথরের উপরে পড়বে সে চূর্ণ হয়ে যাবে এবং ঐ পাথর যার উপরে পড়বে তাকে গুড়া করে দিবে।" অর্থাৎ তাঁর (সাঃ) যুদ্ধ-বিগ্রহের অবস্থা এই হবে যে, প্রথমে দুষমন তাঁর উপরে হামলা করবে, বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পরে তিনি দুষমনের উপরে হামলা চালাবেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। এটাই ঘটেছিল হুজুর (সাঃ)-এর বেলায়। প্রথমে তাঁর দুষমনরা তাঁর উপরে

হামলা চালাতে থাকে এবং খর্ব হতে থাকে, পরে তিনিই হামলা করেন এবং তাদের শক্তিকে বিলকুল ধ্বংস করে দেন। দানিয়েল নবী এই খবরও দিয়েছিলেন যে, তাঁর যুদ্ধ শুধু তাঁর নিজের জাতির সঙ্গেই হবে না তাঁর যামানার প্রবল রাজশক্তি সমুহের সঙ্গেও হবে। এবং তারাও তাঁর হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুতঃ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালামের হাতেই এই ভবিষ্যদ্বানী মোতাবেক কাইজারের রাজশক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। দাবিয়েল নবী এই রাজশক্তির ধর্মের প্রতিও ইশারা করে গেছেন, বলেছেন—"আর আপনি যেমন দেখিয়াছেন, লৌহ কর্দমে মিশ্রিত হইয়াছে, তদ্রূপ সেই লোকেরা মনুষ্যের সন্তানের সঙ্গে মিশ্রিত হবে; কিন্তু লৌহ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয় না, তদ্রুপ তাহারা পরস্পর মিস্রিত থাকিবে না।' (দানিয়েল-২ ঃ৪৩)।

এতে এই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ঐ জাতি এমন এক ধর্মের অধীনস্থ হতে যাবে যার মধ্যে দাখিল হওয়ার কোন হক তাদের ছিল না। কেননা, একথা বলা হয়েছে যে, ঐ জাতি নিজেরাই নিজেদেরকে মানুষের বংশধরদের সঙ্গে মিশায়ে ফেলবে। এ কথার অর্থ তো এই হতে পারে না যে, তারা মানুষ ছিল না কেননা তারা যে মানুষ তা তো জানা কথা। কাজেই এর অর্থ অন্য কিছু করতে হবে, এবং সেই অর্থ কেবল এটাই হতে পারে যে তারা নিজেরা নিজেদেরকে আদম পুত্রের সঙ্গে অর্থাৎ মসিহ (আঃ)-এর সংগে মেশাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু, তাদের এই প্রয়াস বাতিল বলে গণ্য হবে কেননা, আদম পুত্র অর্থাৎ মসিহ (আঃ) তো আসার কথা শুধুমাত্র বনু ইস্রায়েলীদের জন্য। অন্যান্য জাতিগুলিকে তাঁর ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার কোনো অনুমতি দেওয়াই হবে না। তাই, স্বয়ং মসিহ (আঃ)ই বলেছেন—"আমাকে ইস্রাইলের ঘরের হারাণো মেষ ছাড়া অন্য কারো কাছে পাঠানো হয়নি।" (মথি ১৫:২৪) অনুরূপভাবেই হযরত মসিহ (আঃ) যখন হাওয়ারী দেরকে ধর্ম প্রচারক করে পাঠিয়েছিলেন তখনও তিনি তাদেরকে নিম্নোক্ত হুকুম দিয়েছিলেন :

"অন্যান্য জাতিদের কাছে যাবে না। এবং সামেরীদের কোন শহরে প্রবেশ করবে না।' (মথি-১০:৫) সুতরাং, রুমের অধিবাসীরা নিজেরা নিজেদেরকে মসিহী (খ্রীষ্টান) বলে পরিচয় দিত, তাদের অবস্থা হচ্ছে ওদেরই মত যারা নিজেরা নিজেদেরকে এমন এক জাতি গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত করে নেয় যার মধ্যে শামিল হওয়ার কোন অধিকারই তাদের নেই। আমি যে এখনই বলে এলাম যে, মানুষ বলতে এখানে মসিহকেই বুঝানো হয়েছে, তার প্রমাণ এই যে, হযরত মসিহ (আঃ) এঁর নাম ইঞ্জিলের মধ্যে বারবার আদম পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মথি ২৪:২৭ শ্লোকে বলা হয়েছে, "যেমন বিজলী পূর্বদিক থেকে বিচ্ছুরিত হইয়া পশ্চিম পর্যন্ত চমকাইয়া যায়, তেমনিই হবে আদম-পুত্রের আগমন। সুতরাং এখানে মানুষ বলার অর্থ হচ্ছে নিজেকে নিজেই আদম পুত্রের মধ্যে শামিল করা।

পুনরায় লেখা হচ্ছে যে, উহা অগ্রাহ্য পাথর হবে। এর অর্থ হচ্ছে সে পড়ালেখা জানবে না, এবং কোন মানুষ তাকে কোনো লেখাপড়া শিখাবে না। বস্তুতঃ রসুলে করীম

(সাঃ) উম্মী (লেখাপড়া না জানা) ছিলেন। এবং এই ভবিষ্যদ্বানীরই উল্লেখ আছে কোরআন করীমে নিম্নলিখিত ভাষায়—

الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التورة والانجيل- (اعراف ع ١٩)

অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক যারা অনুসরণ করে চলে এই রসূল, নবী ও উম্মীর, যার উল্লেখ তৌরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে মওজুদ আছে। এই আয়াতে এই দাবী করা হয়েছে যে, তৌরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এঁর উল্লেখ করা হয়েছে তিন নামে—রসুল নামে নবী নামে এবং উম্মী বা আনপাড় নামে। উপরে উদ্ধৃতিগুলিতে বলা হয়েছে যে, প্রাচীন অঙ্গীকার নামাতে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)কে 'অগ্রাহ্য পাথর' নামে স্মরণ করা হয়েছে এবং ইঞ্জিলেও এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সাব্যস্ত করেছে এবং আরবী ভাষায় বাগধারা অনুসারেই তার (সাঃ) উম্মী হওয়ার সংবাদও দিয়েছে। কোনো কোনো লোক অজ্ঞতার দরুণ এই ভবিষ্যদ্বানীকে মসিহ নাসেরীর উপরে প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু, তারা এটা বুঝে না যে, মসিহ তো লেখা-পড়া না জানা লোক ছিলেন না। তাঁর মানব শিক্ষক ছিল যেমন লিখা আছে "তখন যীশু যোহনের বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল হইতে জর্দ্দানে তাঁহার কাছে আসিলেন" (মথি ৩:১৩)। আরও লিখা আছে—"পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনিই জল হইতে উঠিলেন।" (মথি ৩:১৬)

সুতরাং মসিহ যে কেবল আলৌকিক শিক্ষাই পেয়েছিলেন তা নয়, বরং আধ্যাত্মিক তালিম লাভের জন্য তিনি ইয়াহ্‌ইয়াহ্ (আঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অতএব, তিনি উম্মী হওয়ার দাবী করতে পারেন না। অতএব এই ভবিষ্যদ্বানীর মিশাদাক বা পূর্ণতার স্থল হওয়ার শর্ত হচ্ছে যে, উম্মী হতে হবে। মসিহর নিজের মধ্যেও এই কথা পাওয়া যায় না যে, যে তার উপরে পড়বে চূর্ণচূর্ণ হয়ে যাবে, এবং যার উপরে সে পড়বে তাকে গুড়া করে দিবে। লোকেরা তো মসিহের উপরে পড়েছিল এবং তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল, পক্ষান্তরে অন্য কারো উপরে পড়বার কোনো মওকাই তাঁর হয়নি।

এক্ষণে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যদি রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্তায় পূর্ণ না হতো তাহলে দাউদ (আঃ), ইয়াসাইয়াহ (আঃ), দানিয়েল (আঃ এবং মসিহ (আঃ) সবাই (নাউজুবিল্লাহে মিন যালেক) মিথ্যা সাব্যস্ত হতেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে পুরা করে কোরআন করীম ঐ সকল নবীর কথার সত্যতাকেই প্রতিপন্ন করেছে।

অনুবাদঃ শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

আমার মস্তক আহমদ (সাঃ)-এর চরণধুলায় লুণ্ঠিত।
আমার হৃদয় সদা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য কুরবান॥ [ফারসী দুররে সমীন]

৮৭তম কেন্দ্রীয় বিশ্ব সালানা জলসার তৃতীয় দিবসে সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আঃ)-এর

সারগর্ভ ঈমান উদ্দীপক ভাষণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খানা-এ-কা'বার মহিমা

আমাদের প্রতিটি কার্যক্রম কুরআন করীমকে কেন্দ্র করিয়া উহার চারিদিক ঘুরিতেছে। জামাত আহমদীয়ার সকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল খানা-এ-কা'বার আজমত ও মাহাত্ম্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করা। খানা-এ-কা'বার বরকত ও আশিস বিশ্বের সমগ্র মানব জাতিতে বিস্তৃত।

জামাত আহমদীয়ার ৮৭তম কেন্দ্রীয় বিশ্ব সালানা জলসার তৃতীয় দিবসে (২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৯) সমাপনি ভাষণ দিতে গিয়া সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলেন :

যে সকল মহান উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া খানা-এ-কা'বা তামির করা হইয়াছিল, প্রতিটি মানুষের সহিত সেগুলির সম্পর্ক রহিয়াছে। সেজন্য আহমদীয়া জামাত যে একথা বলে যে উহার জামাতী জীবনের আগামী শতাব্দী ইসলামের প্রতিশ্রুত প্রাধান্য বিস্তারের শতাব্দী এবং সেই শাতাব্দীর সম্যর্থে যে সকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গৃহীত ও পরিচালিত হইতেছে সামগ্রিক ভাবে উহাদের উদ্দেণ্য ও লক্ষ্য হইল খানা-এ-কা'বার তামিরের মহান উদ্দেশ্যাবলীকে পূর্ণ ও বাস্তবায়িত করা। সেই মহান উদ্দেশ্যাবলীর প্রেক্ষিতেই হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে খোদাতায়ালা এই পবিত্র গৃহের ভিত্তি পুণঃস্থাপিত করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী জামাত আহমদীয়ার সমগ্র কর্মতালিকার লক্ষ্য মাত্র একটিই—আর তাহা হইল খানা-এ-কা'বার আজমত ও মাহাত্ম্য যেন জগতময় প্রতিষ্ঠিত হয়। শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলি পরিকল্পনা যে কার্যকরী করা হইতেছে তাহাও ঐ সকল পবিত্র উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়াই তৈরী করা হইয়াছে।

হুজুর এই প্রসঙ্গে তাঁহার গুরুত্বপুর্ণ ও সারগর্ভ খোৎবাসমূহের উল্লেখ করেন যেগুলি তিনি বৎসর কয়েক পূর্বে 'খানা-এ-কা'বা' তামিরের ২৩ টি উদ্দেশ্য সম্পর্কে দিয়াছিলেন এবং যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছিল। হুজুর বলেন, উক্ত যাবতীয় উদ্দেশ্যই হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সহিত সম্পৃক্ত ছিল। কুরআন করীম এই প্রসঙ্গে বলিয়াছে : اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ অর্থাৎ, খোদাতায়ালার প্রথম ও প্রাচীনতম গৃহের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই মানবজাতির জন্য আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কল্যাণ ও উন্নতিসমূহের ভিত্তি রাখা হইয়াছিল। হুজুর বলেন, খোদাতায়ালার এই প্রথম গৃহের ভিত্তি রাখার সময়ে

মানবজাতির অতি ক্ষুদ্র অংশের সহিতই উহার সম্পর্ক ছিল। আজ যেমন মানব জাতির এক বিরাট সংখ্যার সম্পর্ক এই গৃহের সহিত কায়েম হইয়াছে, তদ্রূপ অবস্থা তখন ছিল না। আর তারপর সেই মহামহিমান্বিত নবী সাঃ আসিলেন যাঁহার সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, আমি তাহাকে সমগ্র পৃথিবীর মানবের প্রতি রসুল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি। সেই রসুল আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, শোন, আমার আগমনের ফায়দা ও কল্যাণ কি? —আমি আসিয়াছি 'রহমতুল-লিল-আলামীন' হইয়া।"

এইরূপে খানা-এ-কা'বার আজমত ও মাহাত্মের পরিমণ্ডল সমগ্র বিশ্ব-জগতব্যাপী বিস্তৃত হইয়া পড়িল। হুজুর (আইঃ) উচ্চ কণ্ঠস্বরে বলেন, অতি বিরাট মাহাত্ম্য খানা-এ-কা'বার; মানুষ জানে না উহার মহিমা ও আজমতসমূহ। হুজুর তাকীদ করেন, 'খানা-এ-কা'বার প্রকৃত মাহাত্ম্যরাজী জ্ঞাত হওয়ার জন্য আমার সেই সকল খোৎবা পাঠ করুন।'

হুজুর বলেন, আমাদের সকল প্রোগ্রাম খানা-এ-কা'বার সহিতই সম্পর্কযুক্ত এবং উহাতেই কেন্দ্রীভূত। কেননা মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন:

"কুরআন কে গের্দ ঘুমূঁ কা'বা মেরা এহী হ্যায়।"

সুতরাং আমাদের জীবনের প্রতিটি প্রোগ্রাম ও পরিকল্পনা খানা-এ-কা'বারই চাদিদিকে ঘর্ণিয়মান। খানা-এ- কা'বার তাসির সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা যখন ইহা বলিয়াছেন: وضع للناس (মানব জাতির কল্যাণার্থে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে), তখন এতদ্বারা ইহা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, খানা-এ-কা'বার বরকত ও আশিসের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মানবজাতি কল্যাণমণ্ডিত হইবে; প্রতিটি মানুষ (পুরুষ ও মহিলা) মক্কা তথা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট হইতে বরকত হাসিল করিবে। হুজুর বলেন, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোওয়াসমূহ কবুল করিয়া আল্লাহতায়ালা যে শরীয়ত নাজেল করিয়াছেন উহা সকল দিক দিয়া পূর্ণ ও পরিণত, সাকুল্য মানবীয় প্রয়োজন ও চাহিদাকে পূরণকারী এবং মানব-বৃক্ষকে সজীবতা প্রদান-কারী, মানব প্রকৃতির সকল কামনা ও আবেদন, দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সকল প্রকারের চাহিদা পূরণকারী। হুজুর বলেন, কুরআনী শিক্ষা মানুষকে সন্দেহ-সংশয় মুক্ত করিয়া একীন ও দৃঢ় বিশ্বাসের সর্বোচ্চ মার্গে লইয়া যায়। এই কিতাব খোদাতায়ালার হেফাজতে আছে। সেইজন্য উহার রুহানী তাসির ও প্রভাব সমূহ চিরস্থায়ী। যদি উহার হেফাজত খোদাতায়ালার স্বীয় পক্ষ হইতে বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে উহার তাসির ও সুফলের অবসান ঘটিয়া যাইত। এবং খোদাতায়ালা ইহাও বলিয়াছেন যে, এই শিক্ষা যেরূপে খোদাতায়ালার হেফাজতে আছে তেমনি উহার হেফাজাত-কারীগণও সংরক্ষিত এবং দুনিয়ার কোন শক্তি তাহাদিগের সংরক্ষিত থাকায় কোনও বিঘ্নের সৃষ্টি করিতে পারিবে না। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ: মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

সংবাদ ঃ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতে আহমদীয়ার ৫৭তম সালানা জলসা

২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং রোজ শনিবার ও রবিবার ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৭ তম সালানা জলসা আল্লাহতালার খাস ফজলে অত্যন্ত সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত জলসায় মরকজ হইতে আগত বুজুর্গান জনাব মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব (নাজির, ইসলাহ ও ইরসাদ), এডভোকেট জনাব মির্জা আব্দুল হক সাহেব (আমির, জামাতে আহমদীয়া পাঞ্জাব) এবং চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব (ওয়াকিলুল মাল, তাহরিকে জদীদ) যোগদান করেন। এবং আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মোহতারম জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, জনাব ওবায়েদুর রহমান ভূঞা সাহেব, নাজেমে আলা, জনাব এ, কে রেজাউল করীম সেক্রেটারী, বাঃ আ, অঃ, জনাব নুরুদ্দিন আহমদ (চট্টগ্রাম) ও জনাব গোলাম আহমদ খান, চট্টগ্রাম, এডভোকেট জনাব বদর উদ্দিন সাহেব (রংপুর), জনাব আবদুচ্ছাত্তার সাহেব (রংপুর), আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী (ময়মনসিংহ), ঢাকা জামাতে আহমদীয়ার আমীর জনাব মকবুল আহমদ খান এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে বহু আহমদী বুজুর্গ ভ্রাতা যোগদান করিয়াছেন।

প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় ২৩শে ফেব্রুয়ারী রোজ শনিবার মোহতরম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে বেলা ২ঘটিকায় এবং সন্ধ্যা ৬ঘটিকা পর্যন্ত চলে। তেলাওয়াতে কোরআন ও উর্দ্দু নজমের পর মহতরম আমীর সাহেব তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে সালানা জলসার ফজিলত ও বরকত এবং জলসায় যোগদানকারীদের জন্য হুজরত মসিহ মওউদ (আঃ -এর দোয়া সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সম্মানিত মেহমানগণকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন। কবুলীয়াতে দোয়া ও বারকাতে খেলাফত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব এবং জনাব মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব। "আল্লাহতায়ালার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন সদর মুয়াল্লেম জনাব মোঃ ছলিম উল্লা সাহেব। সর্বশেষে "হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।

দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় রোজ রবিবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী বেলা ৯টায় এবং বেলা ১২টা পর্যন্ত এই অধিবেশন চলে। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট জনাব বদর উদ্দিন সাহেব, রংপুর। তেলাওয়াতে কোরআন ও উর্দ্দু নজমের পর মালী কোরবানীর

বরকত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন জনাব বি, এম, এ, সাত্তার সাহেব, কুসংস্কার ও বেদাতের বিরুদ্ধে জেহাদ সম্পর্কে সদর মুরুব্বী মোঃ আব্দুল আজিজ সাহেব, এবং তরবিয়তে আওলাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন জনাব ওবায়দুর রহমান সাহেব। সর্বশেষে ইসলামে মৌলিক মানবাধীকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, মহতারম মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব, নাজের এসলাহ্ ও ইরশাদ।

তৃতীয় ও শেষ অধিবেশন আরম্ভ হয় ২৪শে ফেব্রুয়ারী রোজ রবিবার বেলা ২ ঘটিকায় জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেবের সভাপতিত্বে। এই অধিবেশন সন্ধ্যা ৬ঘটিকা পর্যন্ত চলে। তেলাওয়াতে কোরআন এবং উর্দু ও বাংলা নজমের পর "হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা" সম্বন্ধে উর্দুতে বক্তৃতা করেন এডভোকেট জনাব মির্জা আবদুল হক সাহেব, আমির জামাতে আহমদীয়া পাঞ্জাব। "বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহমদীয়া জামাত" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন জনাব চৌধুরী শাব্বির আহমদ, ওয়াকিলুল মাল তাহরিকে জদিদ এবং সর্বশেষে মোকামে খাতামান্নাবীয়ীন (সাঃ) সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন জনাব মৌলনা আব্দুল মালেক খান সাহেব, নাজির এসলাহ্ ও ইরশাদ, রাবওয়া। অতঃপর মোহতারম আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দীর্ঘ দোয়ার পর মহা কল্যাণ মণ্ডিত এই রুহানী জলসার কাজ সমাপ্ত হয়।

খাকসার—মোঃ আনোয়ার হোসেন

সুন্দরবন আঞ্জুমান আহমদীয়ার ৫ম সলানা জলসা

বিগত ১লা ও ২রা মার্চ, ১৯৮০ রোজ শনি ও রবিবার সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫ তম সালানা জলসা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। ঢাকা হইতে মোহ্‌তরম আমীর(বা, আ, আ) রাবওয়া হইতে আগত বুজুর্গানদেরকে নিয়া ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ তারিখে প্লেন যোগে খুলনা পৌঁছেন। ঢাকা হইতে মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভুইঞা সাহেবও (নাজেমে আলা, বা, ম, আ,) জনাব নুরুদ্দিন আহমদ খান, জনাব নাজমুল হক সাহেব (নাজেমে আতয়াল বাঃ মঃ খোঃ আঃ), এ, কে, রেজাউল করিম সাহেব, এবং ময়মনসিংহ হইতে জনাব জকিউদ্দিন ও আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব খুলনায় বাসযোগে আসিয়া বুজুর্গানের সহযাত্রী হন।

সুন্দরবন জলসায় যোগদানের জন্য পরবর্তী দিন খুলনা হইতে জামাতের বন্ধুগণ এত অধিক সংখ্যায় লঞ্চঘাটে সমবেত হন যে, পূর্বের ভাড়া করা লঞ্চ বহণ করার ক্ষমতার বাইরে চলিয়া যায়। পরে একটি দুইশতাধিক যাত্রী বহণ ক্ষমতা-সম্পন্ন লঞ্চ ভাড়া করা হয় এবং পরদিন ২৯।২।৮০ তারিখের সকাল ৯-৩০ টায় যাত্রা শুরু হয়। বিকাল ৫-৩০ টায় লঞ্চ সুন্দরবন জমাতের অদূরে পৌঁছে। মেহমানগণ মসজিদে পৌঁছার এক ঘন্টা পর প্রবল বর্ষণ ও ঝড় শুরু হয়। রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত, বহু বাড়ীঘর ও গাছ-পালার ক্ষতি সাধিত হয়।

জলসার প্রথম দিবসের (১/৩/৮০) প্রথম অধিবেশন মসজিদের ভিতরেই মোহতরম আমীর সাহেব, বা আঃ আঃ-এর সভাপতিত্বে বেলা ৩-৩০টায় শুরু হয় এবং ৬-০০টা পর্যন্ত চলে। আবহাওয়া ভাল ছিল কিন্তু জলসাহ ভিজা ছিল। কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব ও নজম পড়ে শোনান আলহাজ্জ চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব। পরে মোহতরম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ জলসায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন ও এজতেমায়ী দোয়া করেন।

রাবওয়া হইতে আগত মোহতারম আলহাজ্জ মীর্যা আব্দুল হক সাহেব, স্থানীয় সদর মুরুব্বী মৌঃ ফারুক আহমদ শাহেদ, ময়মনসিংহের আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব ও মোহতারম মৌঃ আবদুল মালেক খান সাহেব (নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ) যথাক্রমে ইসলামে পরমত সহিষ্ণুতা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন, কার্যাবলী ও তাঁহার হাতে বয়েত করার প্রয়োজনীয়তা, হিন্দু ভাইদের কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং খতমে নবুওত ও নজুলে মসীহ সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

পরদিন (২রা মার্চ ১৯৮০) সকাল ৮-৩০টায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে আহাদ পাঠ করান বাংলাদেশ মজলিসে খোদামুল আহমদীয়ার না.জম উমুমী জনাব এ, কে, রেজাউল করিম সাহেব এবং পরে তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্বাবলী ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর বুজুর্গানদের মধ্যে আল-হাজ্ব চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব ও আল্লামা আবদুল মালেক খান সাহেব বক্তব্য রাখেন এবং আতফালদের এক মিছিল বাহির করা হয়। খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধিবেশন শেষে মজলিশে আনসারুল্লাহ্‌রও এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে মোহতারম আল-হাজ্ব মীর্যা আব্দুল হক সাহেব বক্তৃতা করেন।

সকাল ১০টায় আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়, এবং ১২-৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে। ইহাতে মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, মৌঃ ফারুক আহমদ, সদর মুরুব্বী, আলহাজ্ব মীর্যা আব্দুল হক সাহেব মোহতারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব যথাক্রমে মালী কোরবানী ও নেজামে অসিয়ত ইসলামী অর্থনৈতিক আদেশ। তরবীয়তে আওলাদ, বিবাহ ও নেযামের এতায়াত এবং হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী ও জুবিলী প্রোগ্রাম সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় মোহতারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ এর সভাপতিত্বে বিকাল ৪-০০ ঘটিকায় এতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব সদর মুরুব্বী, নজম পড়ে শোনান চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব এবং পরে আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, চৌধুরী শাব্বির আহমদ, মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভূইয়া এবং আল্লামা আব্দুল মালেক খান সাহেব যথাক্রমে সিরাতে খাতামান্নাবীঈন (দঃ) জিকরে হাবীব, বারাকাতে খেলাফত এবং হযরত কৃষ্ণ (আঃ) ও তার বাণী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতারম আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু ভাইদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মোহতারম আমীর সাহেব বাঃ আঃ, আঃ ও আল্লামা আব্দুল মালেক খান সাহেব। এই জলসায় প্রায় দুই শতাধিক হিন্দু ভাই উপস্থিত ছিলেন এবং সহস্রাধিক শ্রোতা ছিলেন।

(আহমদী রিপোর্ট)

একটি চ্যালেঞ্জ এখনও অপ্রতিহত ॥

প্রসংগ ঃ ইংরেজ প্রবর্ত্তিত নবী ?

(তদানিন্তন) পশ্চিম পাকিস্তান চুনইউট শহরের জামেয়া আরাবিয়ার প্রিন্সিপ্যাল জনাব মনযুর আহমদ দ্বারা সংকলিত এবং মজলিসে দাওয়াত ও ইসলাহ (তদানিন্তন) পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে জনাব মুহিউদ্দিন আহমদ (নাযেম) দ্বারা ১৯৬৭ সনে প্রকাশিত "ইংরেজী নবী" পুস্তিকায় জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগ চুড়ান্তভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে।

জনাব প্রিন্সিপ্যাল সাহেব উক্ত পুস্তিকার ৫ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ইংরেজরা তাহাদের কুউদ্দেশ্য ও অভিশপ্ত লক্ষ্য হাসিলের জন্য হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে প্রতিশ্রুত মসিহ ও ছায়া নবী নির্বাচন করিয়া কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্যার উইলিয়ম হান্টারের 'দি এরাইভেল অব ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইণ্ডিয়া' নামে কল্পিত মুদ্রিত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া জনাব প্রিন্সিপ্যাল সাহেব উক্ত জঘন্য অভিযোগ আনিয়াছেন। ঢাকা ও লাহোরের বিখ্যাত লাইব্রেরী সমূহে, ইংলণ্ডে বৃটিশ মিউজিয়মে এবং সেখানকার ইণ্ডিয়া অফিসে অনুসন্ধান করিয়া হান্টার সাহেবের উক্ত রিপোর্ট আমরা পাই নাই। আমাদের অত্র পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় জনাব প্রিন্সিপাল সাহেবকে لعنت الله على الكاذبين কসম দিয়া হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর প্রতি ইংরাজদিগের নিয়োগ পত্রের আসল মজমুন পেশ করিতে বলিয়াছি। এখন আমরা জনাব প্রিন্সিপাল সাহেবের নিকট হইতে হান্টার সাহেবের রিপোর্ট দেখিতে চাই অন্যথায় তাঁহার নিকট তাঁহার দেওয়া চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী আমরা পাঁচশত টাকা পুরস্কার দাবী করিতেছি।

আশা করি এই পুস্তক প্রকাশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে ১) উপরোল্লিখিত নিযুক্তিপত্রের আসল মজমুন এবং (২) হান্টার সাহেবের রিপোর্ট অথবা পাঁচশত টাকা প্রাপ্ত হইব। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনাব প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ১নং দাবী পূরণ না করেন, তাহলে তিনি لعنت الله على الكاذبين আয়াতে অধীন হইবেন এবং যদি তিনি ২নং দাবীও পূরণ না করেন, তাহা হইলে জগতের নিকট তিনি ওয়াদা-ভঙ্গকারী রূপে চিহ্নিত থাকিবেন এবং আল্লাহতায়ালা তদনুযায়ী তাঁহার বিচার করিবেন।

ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين ۝

অর্থাৎ "হে আমাদের রব। আমাদিগের এবং আমাদের স্বজাতিদের মধ্যে সত্য সহকারে মীমাংসা করিয়া দাও। তুমি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।" আমীন। (সূরা আরাফ, ১১শ রুকু)।

('মুহাম্মদী মসীহ' পুস্তক, ৮৫ ও ৮৬)

উক্ত চ্যালেঞ্জটি ১৭ বৎসর ব্যাপী অপ্রতিহত অবস্থায় বিদ্যমান আছে এবং 'ইংরেজী নবী' পুস্তিকার প্রণেতা তথাকথিত চিনিউটী প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আজ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জের উত্তর প্রকাশে অক্ষম রহিয়াছে; তেমনি উক্ত পুস্তিকার সুযোগ্য প্রকাশক সাহেবও উহার কোন উত্তর দেন নাই এবং কোন দিনও দিতে পারিবেন না। ইদানীং তিনি এক মাসিক পত্রিকায় 'ইংরাজ প্রবর্তিত নবী' শিরোনামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উহাতে উর্দু বা আরবী ভাষায় লিখিত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাবলী হইতে উদ্ধৃতি সমূহ পূর্ণ আকারে ও মূল ভাষায় না দিয়া হাত-পা কাটা ও অপূর্ণ এবং বাংলা ভাষার প্রক্ষিপ্ত তরজমা পেশ করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সকল চর্বিত চর্বনের বিস্তারিত অকাট্য জবাব জামাত আহমদীয়ার পক্ষ হইতে 'মুহাম্মদী মসীহ' পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সুহৃদ পাঠকগণকে উক্ত পুস্তক পাঠের জন্য আমরা অনুরোধ জানাইতেছি।

মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ে উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না ল'নাতাল্লাহে আলাল কাজেবীনাল মুফতারিনীন

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadivya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor